দৈনিক বাংলা

তারিখ ...25 SEP 1991 ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... ... কলাম ... ৫ ...

18

মেধা তালিকায় কারচুপির অভিযোগ সম্পর্কে ঢাকা বোর্ড

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এস এস সি পরীক্ষার মেধা তালিকায় কারচুপি করা হয়েছে বলে প্রকাশিত খবরের প্রতি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে কয়েকজন সম্মানিত অভিভাবক মেধা তালিকায় কারচুপির অভিযোগ করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কল্পনা-

(৪-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বোর্ড

(প্রথম পৃঃ পর)

প্রসূত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এ প্রসঙ্গে বোর্ড কর্তৃপক্ষের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী পরীক্ষার কয়েকদিন পূর্বে বোর্ড থেকে সাদা উত্তরপত্র বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। পরীক্ষা শুরুর পূর্বে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত সাদা উত্তরপত্রে কেন্দ্রের সীল দিয়া পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করেন। এ নিয়ম সকল কেন্দ্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ক্যাডেট কলেজগুলি তাদের জন্মলগ্ন থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র হিসাবে নিজ নিজ ছাত্রদের পরীক্ষা পরিচালনা করে আসছে। এ বছরও একই নিয়মে ক্যাডেট কলেজসমূহে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, উপজেলা সদরে যে স্কুলে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়, সে স্কুলের পরীক্ষার্থীরাও নিজ নিজ স্কুল কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়ে থাকে। তবে ঢাকা মহানগরীসহ বৃহত্তর জেলা সদরে একাধিক পরীক্ষা কেন্দ্র থাকায় আন্তঃস্কুল পরিবর্তন করে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সকল পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র যথাযথভাবে মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। এতদসত্ত্বেও নামকরা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র এ-গ্রেড প্রাপ্ত পরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই কোন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র মূল্যায়নে অবিচার বা বৈষম্যমূলক আচরণ করার প্রসঙ্গটি অবান্তর।

পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের এক মাসের মধ্যে আবেদনের প্রেক্ষিতে উত্তরপত্র পুনঃ নিরীক্ষার বিধান রয়েছে। কোন পরীক্ষার্থী বিধি মোতাবেক আবেদন করলে তার উত্তরপত্র পুনঃ পরীক্ষা করা হবে। খবর তথ্য বিবরণীর।